চিরকূট ১৮

কয়েকদিন যাবৎ বেশ ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে পার করতে হলো। এর মধ্যে পহেলা বৈশাখসহ আরো অনেক গুরুত্ব দিন পার হয়ে গেল। অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে নববষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । তাদেরসহ সবাইকে নববষের শুভেচ্ছা। বাংলা নববর্ষ আমাদের কাছে একটা বিরাট বিষয়। এ বিষয়টা আরো গুরুত্ব পুর্ন এ জন্যে যে মুসলমান শাসকরা কিভাবে বহু ধর্ম –বর্ণ – ভাষাভাষীর ভারত শাসন করেছে তার একটা উদাহরন হচ্ছে এ বর্ষ চালু করা। হিজরী সালের চাঁদের মাসের পরিবর্তে সৌর বর্ষ চালু করে অর্থনৈতিক সুবিধাসহ কৃষকদের কাছাকাছি যাওয়ার মাধ্যমে কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে বিবেচনার মাধ্যমে মুঘলরা যে ভাবে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে তা বর্তমান কালের রাজনীতিকদের অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

যা হোক, এর মধ্যে একটা বিশেষ একটা খবর আমাদের মধ্যে বেশ আলোড়ন তুলেছে। বিবিসি শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রেস্ট বাঙালী হিসাবে নির্বাচিত করেছে – অবশ্যই শ্রোতাদের মতামতের ভিত্তিতে। এ প্রসংগে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ১৪০০ সাল বাংলা বর্ষ পালন নিয়ে বাংলাদেশে বেশ মজার ঘটনা হয়েছে। কবি শামসুর রাহমান –সুফিয়া কামাল সহ দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ১০১ সদস্যে কমিটি করে সন্নিলিত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর একটা উৎসবের পোষ্টার ঢাকা শহরে দেখা যায় আর একটা পোষ্টার সাথে সাথে দেখা যায় – তা ছিল শত বর্ষে শ্রেস্ট বাঙালী শেখ মুজিবুর রহমান। পরদিনই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে দিয়ে ১০১ সদস্যের আরো একটা কমিটি তৈরী করে জাসাস নামের একটা সংগঠন উৎসবের বিবরন দিয়ে পোষ্টারে শহর ভরে দেয় এবং তাতে সিরাজুদৌলাকে শত বর্ষের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বলে ঘোষনা দেওয়া হয়। মজার বিষয় হচ্ছে সিরাজ যে বাঙালী ছিলেন না তাড়াহুড়ার মধ্যে এটা তাদের মনে আসেনি। পক্ষান্তরে তারা এটাও বুঝিয়ে ছিল যে বাঙালীদের মধ্যে শেখ মুজিবকে অতিক্রম করার মতো কেহ নেই। এটাই প্রমানিত হলো এবারের বিবিসির জরিপে। এটা মেনে নিতে যাদের কস্ট হয় তাদের জন্যে আমাদের করুণা ছাড়া আর কিছু অবশিস্ট নেই। সমস্যা হচ্ছে, এটা অনেকে জানেন কিন্তু মানেন না বিভিন্ন কারনে, তাদের মধ্যে একদল আছেন – যারা রাজনৈতিক কারনে মানেন না তাদের কথা আলাদা। কারন এটা মানার মতো – বুদ্ধিমত্তা, মেধা বা দুরদর্শিতা তাদের থাকলে বাংলাদেশের আজ আর এ অবস্থা হতো না।

দেখছিলাম বিভিন্ন পত্রিকার খবর। শেখ মুজিবুর রহমান শ্রেষ্ঠ বাঙালী এটা কে কিভাবে দেখেন। এটা পরিষ্কার যারা এখনও মনে মনে ক্ষীন আশা পোষন করেন যে বাংলাদেশ একদিন পাকিস্থান হবে বা পাকিস্থানের সাথে একটা কোন কিছু হবে তাদের কাছে এ ধরনের খবর তেমন গুরুত্ব নাও পেতে পারে। যেমন ইনকিলাব। সমস্যা হচ্ছে প্রগতির ধ্বজা ধরে যারা প্রতিক্রিয়াশীল তাদের নিয়ে। যেমন প্রথম আলো নামক একটা পত্রিকা। যা ভাবেসাবে প্রগতিশীল আসলে ভিতরে চরম প্রতিক্রিয়া শীল। শেখ মুজিব শ্রেষ্ঠ বাঙালী এ খবরটা দিয়ে সাথে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন জুড়ে দিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারিনি কেন এ প্রশ্নবোধক চিহ্ন? এটা কি জরিপকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে না কি শেখ মুজিবকে?

এ ধরনের প্রগতিশীল মুখোশধারীই আসলে প্রগতির শত্রু। আগে চিহ্ন ছিল লাল পতাকা। প্রগতিশীল বা মুক্তমনা সাজার জন্যে একটা লাল পতাকা নিয়ে বসে থাকলেই হয়ে যেত। প্রথম আলোর সম্পাদক একসময় লাল পতাকার নিচে বসবাস করে নিজেকে প্রগতিশীল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এখন লাগে ইসলাম বা মুসলমানদের বিরোধীতা। কারনে অকারনে মুসলমান আর ইসলামকে জড়িয়ে একটা বড় ধরনের রচনা লিখলেই আপনি হবেন মুক্তমনা। যেমন দেখলাম চট্টগ্রামে অস্ত্রের চালান ধরা পড়ার সাথে সাথে মুক্তমনাদের প্রিয় ওয়েব পেজ ইসলামিষ্ট শব্দটা ব্যবহার করে একটা মনগড়া হেডিং দিয়ে একটা খবর ছাপালো আর সাথে সাথে তার বন্ধু দার্শনিক (?) মোল্লা সাহেব বলে উঠলেন – "আরে এ সব তো আমি আগে ই বলেছি।দেখনা চার বৎসর আগে ঘঝই তে আমি ইংরেজীতে কত বড় রচনা লিখেছি। যার ভাবানুবাদ দিয়ে দিলাম। গর্দভের দল দেখ আমরা অনেক আগেই জানতাম ইসলামিষ্টরা এটা করবে।" সমস্যা হলো সময়ের সাথে সাথে জানা গেল এটার পিছনে অন্য কিছু জড়িত। জানা গেল চালানের একটা বড় অংশ ইসরায়েলী অস্ত্র। সাথে সাথে মুক্তমনাদের মুক্তমুখে তালা লেগে গেল। সম্পাদক টুক করে লেখাটা সরিয়ে নিলেন। তাই বলি – শুধু মাত্র মুসলমানদের পিছনে না লেগে থেকে পৃথিবীকে দেখুন। শুধু মাত্র হিলা বিয়ে আর বিন লাদেন ই পৃথিবীর এ মাত্র সমস্যা নয় – সমস্যায় আছে ফিলিস্থীনে, আছে বলিভিয়ায় আর বুরুন্ডীতে। তা ছাড়া আছে পাশের দেশ নেপালে, মিয়নমারে এবং ভারতে – যেখানে প্রতিবাদের ভাষা হচ্ছে অস্ত্র। কথা বলার আগে একটু ভাবাকি বুদ্ধিমত্তার লক্ষন নয়?

আবার আসি শেখ মুজিব প্রসংগে। ডঃ জাফরকে এর্কটা ধন্যবাদ এ তথ্যটাকে প্রকাশ করার জন্যে যে ১৯৭৫ সালের ভয়াবহ ঘটনা আর ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পিছনে আমেরিকা জড়িত ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে আমেরিকা কি আজ পর্যন্ত তার সে নীতির থেকে এক চুল সরে এসেছে ? না। যারা সারা দিন "হেইও আমেরিকা হেইও ...." করে যাচ্ছেন যাতে বাংলাদেশ সহ সব দেশে গিয়ে মুসলমানদের মেরে আসে- তারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন আমেরিকা সব সময় মানবতাবিরোধী আর স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী অবস্থানে থেকেছে। তাদের পক্ষে কি কোন দেশে মানবাধিকার রপ্তানী সম্ভব? মোটেও না। তবে যদি সে মানবাধিকারের সংজ্ঞা গধফব রহ অসবৎরপধ হয় তবে অন্য কথা। যেমন ইসরায়েল একের পার এক খুন করছে, তা হচ্ছে সন্ত্রাসের বিরোধে যুদ্ধ আর অন্যরা হচ্ছে সন্ত্রাসী।

যারা মানবতার কথা বলে তারা কি এটা অস্বীকার করতে পারেন যে কোন মানুষকে বিচার ছাড়া হত্যা করা একটা অপরাধ - যত খারাপই সে হোক। কিন্তু আমেরিকান মানবতা আর ইসরায়েরি কাজ পৃথিবীর মানবতার সঞ্জা বদলে দিচ্ছে। কয়েকদিন আগে এক পঞ্জু -বৃদ্ধ ফিলিস্থীনী নেতাকে মারা পর আবার আরেকজনকে হত্যা করলো। এ প্রসংগে কফি আনানের কথা - "extrajudicial killings are violations of international law" হু কেয়ারস্ যতক্ষন, দাদা আছে সাথে। আমেরিকার তো আছেই - ৩৪ বারের পর ৩৫ বারের মতো ভিটো দেবে আর এ্যাপাচি দিয়ে সাহায্য করবে । সুতরাং আমরা যা বলবো তাইতো আইন। যারা মিনমিন করে সুইসাইড বোমার বিরুধ্বে লিখেন - তাদের কাছে একটা প্রশ্ন - আপনারা কি বলতে পাররেন কি করলে ফিলিস্থীনীরা তাদের আবাস ভুমি ফিরে পাবে, কি কররে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্যাম্প থেকে তাদের আবাস ভুমিতে ফিরে যেতে পারবে? একটা সুশিক্ষিত - সুসজ্জিত বাহিনী যার সাথে আছে পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি - তাদের বিরুধ্বে লড়াইয়ের জন্যে ফিলিস্থীনীদের নিজের জীবনটা ছাড়া আর কিউবা আছে? যদি কেহ একটা সমাধান জানেন জানাবেন। শুধু শুধু তত্বকথা বলে একটা জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধীতা করে স্ববিরোধীতার থেকে মুক্তি পাবেন না।

টরন্টো থেকে প্রকাশিত একটা সংকলন দেখছিলাম। "নীল কমল" নামের এ সংকলনটি শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রকাশ করেছেন হিন্দু ধর্মাশ্রম, টরন্টো, ক্যানাডা। বিভিন্ন লেখা পড়তে পড়তে এ যায়গায় এসে হোঁচট খেলাম। বিধান সাহা নামে এ ভদ্রলোক লিখেছেন, "বাংলাদেশে জন্ম বিধায় সংখ্যালঘুর ধর্ম হিন্দু ধর্ম চর্চার সুযোগ বা পরিবেশ তেমন পাইনি" (আমি হিন্দু কেন?) । কথাটিকি কত মারাত্নক, জন্মের জন্যে দুঃখ । একই সংকলনে সুব্রত নন্দী বলছেন - "আমাদের স্মৃতিতে দুর্গাপুঁজা অর্থই হলো কিছু মুসলমানদের মিলন মেলা।" কোনটা সত্য? যা হোক মানুষের মত প্রকাশের বিষয়ে স্বাধীনতা একটা গুরুত্বপুর্ন বিষয়। তবে স্বাধীনতার অন্য একটা দিক হলো দায়িত্বশীলতা - এ ভুলে গেলে চলে কিভাবে! যেমন ওয়াক ওয়ে দিয়ে হাঁটার অধিকার সবার আছে, অন্যে পা মাড়িয়ে নয় নিশ্চয়?

সংকলনে সবচেয়ে বড় চমক হচ্ছে তার কবিতার অংশ। সেখানে ছাপা হয়েছে যথাক্রমে শামসুর রাহমানে "সুধাংশু যাবে না", ফতে মোল্লার "দিগন্ত যাবে কি?", আর আলমগীর হোসেনের "সুধাংশু এবার তুই পালা। এটা নিশ্চিত যে এ বিষয়ে শামসুর রাহমানের কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি - চাইলে হয়তো পেতেন না। কিন্তু ফতেমোল্লা এটা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংকলনে তা লেখা ছাপালেন কেন? তিনি কি মাসিক মদীনা বা ইনকিলাবে তার লেখা ছাপাবেন? মনে হয় না? তাহলে কেন একটা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংকলনের তান নিজের লেখা তো ছাপালেনই, সাথে সাথে আলমগীর হোসেনের লেখা (অনুমতির বিষয়ে সন্দেহ থাকলো!) ছাপাতে দিলেন? এর সম্ভাব্য কারন হতে পারে:

১) তিনি মনে করেন ইসলাম ধর্মের চেয়ে হিন্দু ধর্ম অনেক আধুনিক যা মুক্তমনা হিসাবে গুরুত্ব আরো বাড়াবে?
২) তিনি মনে করেন ইসলামের বিস্তার রোধে হিন্দুত্ববাদকে সমর্থন করা একটা কৌশল?
৩) তিনি মনে করেন হিন্দু ধর্ম ইসলামের চেয়ে বেশী মানবিক, সুতরাং সেকুলারিষ্ট হিসাবে সে ধর্মের সাথে থাকা যায়?
৪) তিনি মনে করেন সারা বিশ্বে মুসলমানরা হিন্দুদের নিগ্রহ করছে, সুতরাং তাদের এর্কটা কবিতা শুনাতে হবে?
৫) বা অন্যকিছু?

হিন্দু ধর্মাশ্রম একটা সংগঠন তাতে যেমন বাংলাদেশের নাগরিকরা সদস্য তেমনি ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের নাগরিকরাও সদস্য। সে ক্ষেত্রে ভারতে যখন হিন্দুত্ববাদের প্রবল উত্থান হচ্ছে ঠিক তখনই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা বলে বাংলাদেশের সম্পর্কে একটা নেতিবাচক চিত্র এঁকে কবিতা হিন্দুবাদকে উৎসাহীত করে কিনা সেটা পাঠকদের জন্যে একটা জিজ্ঞাসা হিসাবে থেকে গেল। এ সমস্যাটা হতো না যদি গুজরাটের মুসলমান নিধনের পর হিন্দুত্ববাদীরা প্রবল পরাক্রমে ক্ষমতায় না আসতো। আর একটা প্রশ্ন, মুসলমাদের পক্ষে কথা বললে মুক্তমনাদের

শত্রু হয়ে যাবো আর হিন্দুরে পক্ষে কথা বললে মুক্তমনা শ্রেষ্ঠ হিসাবে উপাধী পাবো – এ বিষয়টা পাঠকদের লক্ষ্য রাখা দরকার। আর মুক্তমনাদের একটা বিষয় পরিষ্কার ধারনা থাকা দরকার একটা বিশেষ ধর্মের বিরোধীতা করে সাময়িক ভাবে বাহাবা পাওয়া যাবে – কিন্তু মানুষ একদিন আপনাদের ভন্ডামী ধরে ফেলবে। মানুষকে বোকা বানানো কঠিন – যখন একটা ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত কথা বলবেন আর অন্যধর্মের অনুষ্ঠানে গিয়ে সহাস্য ছবি তোলে ইন্টানেটে দিয়ে বা কবিতা লিখে উৎসাহিত করবেন আর নিজেদেরকে মুক্তমনা বা হিউমিনেটিস্ট বলে চেচাবেন? এটা বেশী দিন চলবে না। মুসলমানদের বিরোধীতার যে জোয়ার চলছে তার মধ্যে ভটাটর টান আসলে আপনার তো সমুদ্রে হারিয়ে যাবেন।

টিটো আহাম্মেদ নামে এ জন ভদ্রলোক একটা ইমেল করে সৈয়দ কামরান মির্যার পুরানো একটা লেখা পাঠিয়েছেন যাতে তিনি ১০টি পয়েন্ট দিয়ে বলেছেন ইরাকে আমেরিকান আক্রমনের পর কি হবে। এটা পোষ্ট করিনি ইচ্ছা করেই । মিধ্যাবাদী আর খলদের ছলের অভাব হয় না। এখন হয়তো তিনি আসবেন আরও কোন দশটা ছুতা নিয়ে যাতে মুসলমান আর ইসলাম অবধারিত ভাবে দায়ী হবে ইরাকের সর্বশেষ অবস্থার জন্যে। দেখুন না – তিনি নিজনামে (খোরশেদ আলম চৌধুরী) লেখার আগে বললেন তিনি সাধারনত লেখেন না। ঠিক তারই উপরে বেনামে (সৈয়দ কামরান মির্যা) নামে তার লেখাটা পোষ্ট করা আছে। একজন লেখক যখন নিজের পাঠকদের সাথে প্রতারনা করেন তখন তার থেকে কি কোন সত্যভাষন আশা করা যায়।

যারা বাংলাদেশকে একটা মৌলবাদী দেশ হিসাবে চিহ্নিত করে মৌল বাদ বা ইসলামিস্টরা সব মস্যার মুল বলে বিস্তর চিন্তিত তারা প্রকৃত পক্ষে দেশের প্রকৃত চিত্র দেখতে ব্যর্থ। ব্যর্থ বলছি এ কারনে যে মানুষের মুল সমস্যা হচ্ছে দৈনন্দিন বেঁচে থাকা। তিন দশক আগে স্বাধীন হওয়অ একটা দেশ যার নিজস্ব কোন উন্নয়ন নীতি নেই। এটা কি সমস্যা নয়? এ জন্যে কি শুধু বাংলাদেশের রাজনীতিক নেতাদের দায়ী করা যায় বা বাংলাদেশের মানুষকে দায়ী করা যায়। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের উপর চেঁপে বসে আছে বিশ্ব ব্যাংক – আইএম এফ । তারাই নীতি নির্ধারক। ১৯৭৫ এর পর কি আজ পর্যন্ত একটা বাংলাদেশে একটা সরকার এসেছে যারা বিশ্বব্যাংকের সাথে বিরোধ করেছে? তাহলে কেন বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের নীতি কাজ করেনি। সময় এসেছে ভাববার – সাম্যজ্যবাদের ফ্রন্টলাইন সংগঠন বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে কৃষিতে ভুর্তকী বন্ধ করেছে কিন্তু কানাডা যখন আলু চাষী বা গম চাষীদের বিলিয়ন ডলার সহায়তা দেয় তখন টু শব্দ শুনা যায় না। আর আমেরিকার কথা বলাই বাহুল্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে তিন দশক যাদের পরামর্শ নিয়ে কাজ হয়নি তাদের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করাটা কি অন্যায় হবে?

আসুন দেখি বাংলাদেশের বর্তমান চিত্রের কর্মস্থানের খন্ডাংশ।

- বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বাংলাদেশের সরকার চলতি অর্থ বৎসরে ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলে ২৬ হাজার শ্রমিক বেকার হয়।
- পরের দু' বৎসরে ৯৭ টি শিল্প বন্ধ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- গত বৎসরে ২৮ টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫৭ হাজার জনবল ছাঁটাই করা হয়েছে।
- আদমজী মিল বন্ধের ফলে কাজ হারিয়েছে ২৬ হাজার শ্রমিক।
- ব্যাংক গুলো থেকে সর্বমোট ৫৯ হাজার জনবল ছাটাই হচ্ছে।
- পোশাক শিল্পের প্রায় দশ লাখ শ্রমিক কাজ হারাবে ।

এর উপরের প্রতি বৎসর শ্রম বাজারে যোগ দেয় ২৭ লাখ যুবক। এর মধ্যে ৭-৮ লাখ কোন কাজ যোগার করে। বাকী ১৯-২০ লাখ বেকার থেকে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্যানুসারে বাংলাদেশে ৩ কোটি বেকার যুবক আছে।

আরেকটা চিত্র থেকে এর ভয়াবহতা আরো ভালভাবে দেখা যাবে। চলতি বৎসর সাব রেজিষ্টার পদে ৩৪ টি পদের জন্যে দরখাস্ত জমা হয়েছে ৩৬ হাজার। ৮০টি থানা শিক্ষা অফিসার পদে আবেদন হয়েছে ৪০ হাজার। ৪০০ উপ সহকারী প্রকৌশলী পদে ১২ হাজার অবেদন হয়েছে।

অশা করি পাঠক বুঝতে পারছেন – এ ভয়াবহ অবস্থাটা অনেকের কাছে পুর্নিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটি মনে হওয়া স্বাভাবিক। তখন ওয়ার্ড ব্যাংক পুলিশ আর বিচার ব্যবস্থা আধুনিকায়নের জন্যে আরো ঋণ মঞ্জুর করবে।

আর যারা কষ্ট করে দেশে বেড়াতে গিয়ে টিভিতে ওয়াজ শুনে মন খারাপ করে ফিরে এসে বিশাল রচনা লেখেন, নর্থ আমেরিকার টিভি চ্যানেলে ২৪ ঘন্টা ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন তাদের নজর এড়িয়ে যায় তেমনি তারা বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্রটা দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। মৌলবাদের বিস্তার আর হিলা বিবাহ বাংলাদেশের প্রকৃত সমস্যা নয়। প্রকৃত সমস্যাটা হচ্ছে বাংলাদেশ দরিদ্র একটা দেশ আর দরিদ্র দেশ গুলো সর্দার হচ্ছে বিশ্বব্যাংক আর আইএমএফ নামের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান। কখনই তাদের শৃংখল থেকে বেড়িয়ে আশা সম্ভব কিনা সেটা দেখার বিষয় বটে।

সবাইকে ধন্যবাদ

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
এপ্রিল ১৮, ২০০৪